পবিত্র শাবান মাসের খোৎবা

خطبه شعبانيه

অনুবাদকঃ

মুহম্মদ রিজওয়ানুস্ সালাম খান

ব্যবস্থাপনায়ঃ
নূরুল ইস্‌লাম একাডেমী, চণ্ডীপুর (পঃ বঃ)

প্রকাশনায়ঃ
মাজমা-এ-যাখায়েরে ইস্‌লামী, কুম, ইরান

পবিত্র শাবান মাসের খোৎবা

خطبه شعبانيه

অনুবাদকঃ

মুহম্মদ রিজওয়ানুস্ সালাম খান

ব্যবস্থাপনায়ঃ

নূরুল ইস্লাম একাডেমী, চণ্ডীপুর, (পঃ বঃ)

প্রকাশনায়ঃ

মাজমা-এ-যাখায়ের-এ-ইস্লামী কুম, ইরান

.....

পবিত্র শাবান মাসের খোৎবা

অনুবাদঃ মুহম্মদ রিজওয়ানুস্ সালাম খান (কুম, ইরান)
সম্পাদনাঃ জনাব মাওলানা আবুল কাসেম সাহেব (কুম, ইরান)
ব্যবস্থাপনায়ঃ নূরুল ইস্‌লাম একাডেমী, চণ্ডীপুর, (পঃ বঃ), ভারত
কম্পোজঃ আঞ্জুমান-এ-তাবেঈন-এ-আহলেবায়েত (আ.),চণ্ডীপুর
প্রকাশকালঃ মহর্রম ১৪৩০, মাঘঃ ১৪১৫, জানুয়ারীঃ ২০০৯
প্রকাশনায়ঃ মাজমা-এ-যাখায়ের-এ-ইস্‌লামী, বাড়ি নং ১, গলি নং ২৩, আযার স্ট্রীট, কুম, ইস্‌লামী প্রজাতন্ত্র ইরান, দুরাভাষঃ ০০ ৯৮- ২৫১- ৭৭১৩৭৪০ ফ্যাক্সঃ ০০৯১- ২৫১- ৭৭০১১১৯.
Website:zakhair.net/E_mail: info@Zakhair.net
হাদীয়াঃ দশ টাকা মাত্র। সংখ্যাঃ ১২০০। মুদ্রণঃ কাওসার
আই, এস, বি, এন: 978-964-988-071-6
গ্রন্থস্বত্ব প্রকাশকের জন্য সংরক্ষিত

Title: SHABAN MASHER KHOTBA. Translated By: M. Rizwanus Salam Khan. Edited By: M. Abul Qasim. Supervisor: Noorul Islam Academi. Chandipur, 24 Pgs (S), (W.B) India. Pulished By: Majma-E-Zakhair Islami,Qom, Iran. Pulished On: 2009 A.D, 1430 A.H, 1415 Bn. 1387 Farsi. Composed By: Anjuman-E-Tabeyeen-E-Ahlebaet (A.S),Chandipur W.B Edition: First. Copies: 1200. ISBN: 978-964-988-071-6

.....

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

হজরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর সুস্থতা কামনার দোওয়া

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَّآلِ مُحَمَّد وَّعَجِّل فَرَجَهُم
اَللّٰهُمَّ كُن لِوَ لِيِّكَ الحُجَّة بنِ الحَسَن صَلَوَاتُكَ عَلَيه
وَ عَلى آبَائه فِي هَذه السَّاعَة وَفِي كُلِّ سَاعَة وَلِيًّاوَّ
حَافِظاًوَّ قَائِداً وَّ نَاصِراً وَّ دَلِيلاً وَّ عَينًا حَتَّى تُسْكِنَهُ
اَرْضَكَ طَوعاً وَ تُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلاً.

"হে খোদা! তুমি স্বীয় প্রতিনিধি "হুজ্জত ইবনুল হাসান" এবং তার পবিত্র পূর্ব পুরুষগণের প্রতি অর্পিত রহমত বর্ষণ করো এবং এই মুহূর্ত হতে সর্বদা তুমি তাঁর সংরক্ষক, পৃষ্ঠপোষক, সহায়ক, রক্ষক, তথা পথ-প্রদর্শক থেকো এবং তোমার জগতকে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত অবশিষ্ট রেখো যাতে তোমার প্রতিনিধি তোমার নেয়ামত সমূহ হতে পূর্ণমাত্রায় লাভবান হতে পারেন।"

.....

قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم:

من كنتُ مولاهُ فهذا عليٌّ مولاهُ اللهم وال من والاه وعادِ من عاداهُ.

আল্লাহর শেষ নবী হজরত মুহম্মদ (স.) এরশাদ করেছেনঃ

আামি যার মাওলা আলীও তার মাওলা, হে আল্লাহ! যে আলীকে ভালোবাসে তুমি তাকে ভালোবাস আর যে আলীর সাথে শত্রুতা করে তুমি তার সাথে শত্রুতা করো।[১]

[১] . কাঞ্জুল উম্মাল : ১১: ১০৪ / ৩২৯৫০, আল-মুস্তারাক হাকেম: ৩: ১০৯, মাজমউয যাওয়ায়েদা : ৯: ১০৪। আল-মুজমাউল কাবির-তাবরানি: ৪:১৭৩/৪০৫৩। তিরমিযী: ৫:৬৩৩/৩৭১৩। মুসনাদে আহমাদ: ১:৮৪, ৮৮, ১১৯, ১৫২, ৩৩১, ও ৪: ২৮১, ৩৬৮, ৩৭০, ৩৭২ ও ৫: ৩৪৭, ৩৫৮, ৩৬১, ৩৬৬, ৪১৯।

.....

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

পবিত্র শাবান মাসের খোৎবা

শাবান মাসের শেষ দিনে আল্লাহর প্রিয় নবী হজরত মুহম্মদ (স.) সাহাবা ও জনগণের উদ্দেশ্যে রমজানুল মোবারকের গুরুত্ব ও মর্যাদাকে তাগিত করে এই মহান মাসের গুনাবলী, বিশেষত্ব ও বরকত এবং এই মাসের দিবা রাত্রির কর্তব্য ও দায়িত্বকে মুসলমানদের জন্য পরিস্কার ভাবে বর্ণনা করেন।

সেই বক্তব্যকে শাবান মাসের খোৎবা বলে নামকরণ করা হয়েছে, এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাবান। সকল মুসলমানকে নিজ শক্তি অনুযায়ী পূর্ণ চেষ্টা করে এই সমস্ত আমলকে আদায় করা কর্তব্য।

.....

এই খোৎবাকে শেখ সাদুক (রহ.) উয়ূনূ আখবারূর রেজা (আ.)এ আমিরুল মোমেনিন হজরত আলী ইব্নে আবী তালিব (আ.) থেকে সহিহ্ সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন।

একদা রসূলাল্লাহ (স.) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেনঃ

হে জনগণ! নিশ্চয় রমজানুল মোবারক রহমত, বরকত ও মাগফেরাত নিয়ে তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, এ মাস আল্লাহর নিকটে সমস্ত মাসের থেকে উত্তম ও মর্যাদাপূর্ণ মাস, এর দিন উত্তম দিন, এর রাত্রি উত্তম রাত্রি, এর সময় উত্তম সময় ।

তোমরা এই মাসে আল্লাহর অতিথি হওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছ আর তাঁর রহমত ও অনুগ্রহের উপযোগি হয়েছ, এই মাসে তোমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস অতি মূল্যবান এবং আল্লাহর তসবিহের সমতুল্য ছোয়াব রাখে, তোমাদের ঘুম এই মাসে এবাদাত বলে গণ্য হয়, এই মাসে তোমাদের আমল কবুল করা হয়, তোমাদের দরখাস্ত, চাহিদা ও প্রার্থনাকে গ্রহণ করা হয়। অতএব পবিত্র নিয়তে ও খুলুস মনে, পবিত্র অন্তর দিয়ে আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা কর, যে আমাদেরকে প্রকৃত রোজাদার ও কুরআন তেলাওয়াতকারীদের মধ্যে গণ্য করুন অবশ্য সে দুর্ভাগা যে নিজের গুনাহকে এই মহান পবিত্র মাসে মাফ (ক্ষমা) করাতে পারেনা এবং গুনাহগার রয়ে যায় ।

এই মাসে ক্ষুধা ও পিপাসা দ্বারা কেয়ামতের দিনের ক্ষুধা ও তৃষ্ণাকে স্মরণ ও অনুভব কর, ফকির মিসকিন ও অভাবিদের

.....

সাহায্য কর, সাদকা দাও, নিজের বড় ও মুরুব্বিদের সম্মান কর, ছোটদের সাথে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার কর, আত্মীয়দের সাথে সর্ম্পক বজায় রাখ; তাদের হক্ক (অধিকার) তাদের নিকটে পৌঁছে দাও, নিজেদের জবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখ, নিজেদের চক্ষুদ্বয়কে যে জিনিসের প্রতি লক্ষ্য করা হারাম (অনুচিত) বন্ধ রাখ, যে শব্দ শোনা হালাল নহে সেই শব্দে কান দিওনা, সকল এতিম বাচ্চাদের প্রতি খেয়াল রাখ, তাদের সাথে সৎ ও উত্তম ব্যবহার কর, যেমন তুমি এতিম হওয়ার পর যেরূপ অন্যদের থেকে উত্তম ব্যবহারের আশা রাখ।

নিজের গুনাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং আল্লাহর কাছে তওবা কর, নামাজের সময় নিজের হাতদ্বয়কে তাঁর দিকে উঁচু কর কেন না এই সময় অতি উত্তম সময় আল্লাহ তায়ালা এই সময় নিজের বিশেষ (খাস) রহমতের দৃষ্টিতে নিজের বান্দার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন; যখন তাঁর কাছে মোনাজাত করা হয় তখন তিনি উত্তর দেন, যদি কেউ ডাকে তিনি বলেন আমি উপস্থিত (লাব্বায়েক) অর্থাৎ তাঁর ডাকে তিনি সাড়া দেন।

হে জনগণ! তোমাদের আত্মা তোমাদের বদ আমলের ও মন্দ কর্মের নিকটে বন্ধক হয়ে আছে তাকে ইস্তেগফারের মাধ্যমে মুক্তি দাও। তোমাদের পৃষ্ঠে তোমাদের পাপের ভারি বোঝা আছে দীর্ঘ সেজদার মাধ্যমে তাকে হালকা কর, জেনে রাখ! আল্লাহ তায়ালা শপথ করেছেন যে, নামাজি ও সেজদাকারীদের উপর কখনো শাস্তি আরোপ করবেন না আর কেয়ামতের দিনে

.....

যখন সকলে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে জাহান্নামের আগুন তাঁকে স্পর্স করতে পারবে না।

হে জনগণ! তোমাদের মধ্যে যে এই মাসে এক মোমিন ব্যক্তিকে এফতার করাবে তার ছোয়াব আল্লাহর নিকটে এক গোলাম (কৃতদাস) কে মুক্তি দেওয়ার সমতুল্য, এছাড়া অতীতের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হল; হে রসূলুল্লাহ (স.) আমাদের সকলের তো এমন অবস্থা নেই যে সকলকে এফতার করাব!

-তিনি (স.) উত্তরে বললেনঃ দোজখের আগুন থেকে নিজেদেরকে মুক্ত কর যদিও তা একটি খোরমা (খেজুর) এর অর্ধেকের মাধ্যমে হোক না কেন। নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত কর যদিও এক ঢোক পানি পান করিয়ে হোক না কেন।

হে মানবগণ! তোমাদের মধ্যে যে এই মাসে আত্ম সংযম করে নিজের অসৎ চ্চরিত্রকে ত্যাগ করে সচ্চরিত্রে পরিবর্তন করবে; 'যেদিন পদসমূহ কম্পমান হবে' সে পুল সিরাত অতি সহজে অতিক্রম করার অনুমতি পাবে। যে এই মাসে নিজের অধিনস্থ ত্ত্বাবধানদের কাজে সহযোগিতা করবে এবং তার কাজ সহজ করে দেবে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিনে তার হিসাবকে সহজ করে দেবেন, যে অন্যকে ক্ষতি ও ক্লেশ দেওয়া থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিনে নিজের ক্রোধকে তার উপর প্রয়োগ করা হতে বিরত থাকবে। যে এই

.....

মাসে এতিমদের উপর দয়া করবে এবং তাদের সম্মান করবে, আল্লাহ্ তায়ালা কেয়ামতের দিনে তাকে সম্মানিত করবেন। যে নিজের আত্মীয় স্বজনদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে আল্লাহ্ তায়ালা হাশরের দিনে তার সাথে দয়ালু ও দয়াদ্রতার সাথে আলাপ ও ব্যবহার করবেন। যে নিজের কুটুম্ব পরিজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে হিসাবের দিনে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে নিজের দয়া ও রহমত থেকে বঞ্চিত করবেন।

যে এই মাসে মুস্তাহাব (নফল) নামাজ পড়ে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন তার ও দোজখের মধ্যে দুরত্ব বাড়িয়ে দেন এবং তাকে (আগুন থেকে) মুক্তি দেওয়াকে লিপিবদ্ধ করে দেন। আর যে ওয়াজিব (ফরজ) কে আদায় করবে অন্য মাসের সত্তর ফরজের সমান ছোয়াব তাকে দান করেন। যে এই মাসে আমার উপর সালাম ও দরূদ ব্যাপক ভাবে পাঠ করবে 'যেদিন সকলের নেক আমলের পাল্লা হাল্কা হবে সেদিন' আল্লাহতায়ালা তার নেক আমলের পাল্লা ভারী করে দেবেন। যে এই মাসে কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করবে তাকে অন্য মাসে কুরআন খতম (শেষ) করার ছোয়াব দেওয়া হয়।

হে জনগণ! অবশ্য এই মাসে জান্নাতের দরজা তোমাদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে, তাই আল্লাহ্ তায়ালার নিকটে দোওয়া কর যাতে তোমাদের জন্য বন্ধ হয়ে না যায়, আর দোজখের দরজা বন্ধ আছে, তাই নিজের প্রতিপালকের নিকটে প্রার্থনা কর যাতে তোমাদের জন্য খুলে না দেয়। শয়তানকে শিকল দ্বারা বন্দি

.....

করেছেন, তাই দোওয়া কর তাকে যেন তোমাদের উপর চাপিয়ে না দেয়।

হজরত আমিরুল মোমেনিন আলী (আ.) বললেনঃ আমি উঠে আর্জ করলামঃ হে আল্লাহর প্রিয় নবি (স.) এই মাসে সর্বোত্তম আমল কোনটি?

-নবী (সঃ) উত্তরে বললেনঃ হে আবুল হাসান (হাসানের পিতা) এই মাসে আল্লাহর হারাম (নিষেধ) থেকে বিরত থাকা।

অতপর আল্লাহর প্রিয় নবী (স.) কাঁদলেন, আমি বললামঃহে আল্লাহর রসূল কোন বিষয় আপনাকে কাঁদাতে বাধ্য করল?

-বলেলনঃ হে আলী! এই মাসে তোমার খুন (রক্ত) ঝরাবে (তোমার রক্তকে হালাল বলে গণ্য করবে) সেই কথা স্মরণ করে আমি কাঁদছি। যেন আমি সেই ঘটনাকে দেখছি! যে তুমি তোমার প্রভুর নামাজে (উপাসনায়) ব্যস্ত আছ, হঠাৎ নিকৃষ্টতম ব্যক্তি তোমার ধড় থেকে শিরকে আলাদা করার উদ্দেশ্যে (তলওয়ার দ্বারা) আঘাত করে এবং মাথার রক্তে তোমার দাড়ি রঞ্জিত হয়ে যায়।

হজরত আমিরুল মোমেনিন (আ.) বলেলনঃ আমি নবী (স.) কে জিজ্ঞাসা করলাম; সেই সময় আমার ঈমান (ধর্ম) যথাযথ ভাবে নিরাপদে থাকবে কি?

-হজরত নবী (স.) বলেলনঃ হ্যাঁ, তোমার ঈমান (ধর্ম) যথাযথ ভাবে রক্ষিত থাকবে।

.....

অতঃপর নবী (স.) বলেলনঃ হে আলী যে তোমাকে হত্যা করলো সে যেন আমাকে হত্যা করলো, যে তোমার সাথে শত্রুতা পোষণ করলো প্রকৃত পক্ষে সে আমার সাথে শত্রুতা করলো, যে তোমাকে গালি দিল মনে রাখবে সে আমাকে গালি দিল, কেননা তুমি আমা হতে, তুমি আমার আত্মা স্বরূপ, তোমার রূহ (প্রাণ) আমার প্রাণ হতে, তোমার স্বভাব আমার স্বভাব হতে। অবশ্য আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে ও তোমাকে একই বৈশিষ্ঠের সাথে সৃষ্টি করেছেন, আমাকে ও তোমাকে (সকলের মধ্য থেকে) নির্বাচিত করেছেন, আমাকে নবুওতের জন্য এবং তোমাকে ইমামতের জন্য নির্বাচিত করেছেন, যে তোমার ইমামতকে অস্বীকার করবে সে আমার নবুওতকে অস্বীককার করল।

হে আলী তুমি আমার ওসী (স্থলাভিষিক্ত), আমার পুত্রের পিতা, আমার কন্যার স্বামী, তুমি আমার জীবনে এবং মরণের পর আমার উম্মতের নেতা (ইমাম)। তোমার আদেশ আমার আদেশের ন্যায়, তোমার নিষেধ আমার নিষেধের ন্যায়। যিনি আমাকে নবী বানিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং সর্বোত্তম মানব বানিয়েছেন তাঁর শপথ করে বলছি তুমি বান্দাদের উপর আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর হুজ্জত (প্রমাণ)। তাঁর রহস্যের ও সৃষ্টির গোপনের আমীন (বিশ্বস্ত) এবং তাঁর পক্ষ হতে তুমি তাঁর বান্দাদের উপর তাঁর খলীফা নিযুক্ত হয়েছ ।

.....

হে আল্লাহ আপনি আপনার প্রিয় বন্ধু ও প্রিয়তম বান্দা ও তাঁর পবিত্র বংশধরের উপর সালাম ও দরুদ বর্ষণ করুন এবং হজরত রসুল (স.) এর শেষ খলীফা হজরত ফাতেমা (আ.) এর নয়ন তারা, হজরত আলী (আ.) এর কলিজার টুকরা, হজরত হাসান (স.) এর দুলারা, হজরত শহীদে কারবালার পাঠশালা, জগতের অন্যায়কে ধ্বংস করে ন্যায়ে পূর্ণকারী, মানবজাতির মুক্তিদাতা ও আকাংখা, দ্বীনের জ্যোতি, ধর্মের আলো, কুরআনের প্রকৃত মোফাসসির ও উত্তরাধিকারী, জীব-জড় মানব ও জ্বীনের পথ প্রদর্শনকারী হজরত ইমাম মাহ্দী আলায়হিস্ সালামকে অতি শীঘ্র আমাদের মাঝে পাঠিয়ে দিন এবং আমাদের সকলকে তাঁর সৈন্যদলে অন্তর্ভূক্ত হয়ে স্বৈরাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে জেহাদ করার তৌফিক দান করুন।

আল্লাহুম্মা সল্লে আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলে মুহাম্মাদ

আমীন

মহর্রম ১৪৩০, মাঘ: ১৪১৫, জানুয়ারী: ২০০৯

হাওজা ইলমীয়া, পবিত্র শিক্ষা নগরী কুম,

ইস্লামী প্রজাতন্ত্র ইরান

সমাপ্ত

.....

নূরুল ইস্‌লাম একাডেমী ও মাজমা-এ-যাখায়ের-এ-ইস্‌লামী কর্তৃক যে সমস্ত পুস্তক প্রকাশ করছেঃ

১. খেলাফত বনাম ইমামত, লেখকঃ গবেষক মরহুম মুহম্মদ নূরুল ইস্‌লাম ইব্‌নে মুহম্মদ নজিবোল ইস্‌লাম খান (রহ.)

২. চৌদ্দ মাসুম (আলাইহিমুস্‌সালাম)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী (হজরত রসূল (স.) হতে হজরত মাহ্‌দী (আ.) পর্যন্ত, ১৪ টী পুস্তিকা)

৩. ওহি-গৃহে আক্রমণ

৪. সফলতার একটাই পথ

৫. দোওয়া-এ-তাওয়াস্‌সুল (সাথে উচ্চারণ ও অনুবাদ)

৬. পবিত্র রজব মাস মহান আলাহর মাস

৭. পবিত্র শাবান মাসের খোৎবার বঙ্গানুবাদ

৮. শিয়াদের প্রতি অশোভন অভিযোগ

৯. প্রবিত্র রমজান মাসের ফজিলত ও আমল

১০. পবিত্র শাবান মাসের ফজিলত ও আমল

.....

প্রাপ্তিস্থানঃ

১. মাজমা-এ-যাখায়ের-এ-ইস্‌লামী, কুম,ইরান দুরাভাষঃ ০০৯৮- ২৫১- ৭৭১৩৭৪০ ফ্যাক্সঃ ০০৯১- ২৫১- ৭৭০১১১৯ Website:zakhair.net E_mail: info@Zakhair.net

২. মাদ্রাসা-এ-ইমাম খোমেনী, কুম, ইরান। সেলঃ +৯৮- ০৯১৯৩৫৪ ১২০৪ *Email: rizwan110in@yahoo.com*

৩. মাদ্রাসা-এ-আহলুল বায়েত (আ.), হুগলী ইমাম বাড়া, মাওলানা হাবীবুলাহ খান সাহেব, সেলঃ ০৯৮৩৬৬৯৬০৯৬

৪. আল-মাহ্‌দী আহলুল বায়েত রিসার্চ সেন্টার, চন্ডীপুর ঢোলাহাট, দক্ষীণ ২৪পরগনা, সেলঃ ০৯৭৩৪ ৫১৪ ১০৩

৫. শহীদান-এ-কারবালা গণপাঠাগার, মাসিয়, ২৪ পরগনা (উঃ), মাওলানা হায়দার আলী সাহেব সেলঃ ০৯৭৩২৭১৬০৪৬

৬. আল-ক্বায়েম ইস্‌লামী রিসার্চ সেন্টার, কুমারপুর, পূর্ব মেদিনী পুর, মাহবুব আলম শাহ, সেলঃ ০৯৮৫১৪৭৩৬০৩

৭. মাদ্রাসা আলী ইবনে আবী তালিব (আ.), মেটিয়াবুরুজ কোলকাতা ৭০০০২৪, ফোন নং ২৪৬৯ ৭৪০৭

৮. আলে ইয়াসীন (আ.) গবেষণাগার, কোয়াবেড়িয়া, ইদ্রীস আলী খান (এম, এস, সি) সেলঃ ০৯৭৩৩৮৬০১৩২

.....

قَالَ **الإمامُ الجَوَادُ** عَلَيهِ السَّلاَمُ: مَن زارَقبرَ عمَّتِي بِقُم فَلَهُ الجَنَّةُ

ইমাম মুহম্মদ তক্বী (আ.) এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার ফুফুজানের কুমে জিয়ারত করবে তার উপর জান্নাত ফরজ হবে।

(বিহারুল আনওয়ার)

قَالَ الإمَامُ الرِّضَا عَلَيهِ السَّلاَمُ: مَن زَارَهَا عَارِفاً بِحَقِّهَا فَلَهُ الجَنَّةُ

অষ্টম ইমাম হজরত আলী রেজা (আ.) এরশাদ করেছেনঃ

যে ব্যক্তি তাঁর (হজরত মাসুমার) মা'রেফাতের সাথে জিয়ারত আঞ্জাম দেবে তার পরিবর্তে তাকে জান্নাত দেওয়া হবে।[২]

---

[২]. বিহারুল আনওয়ার

.....

قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم:

اَنَا مَدِينَةُ العِلمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا .

عَلِيٌّ مَعَ الحَقِّ وَالحَقُّ مَعَ العَلِيِّ يَدُورُ حَيثُ مَادَارَ .

ضَرِبَةُ عَلِيٍّ يَومَ الخَندَقِ اَفضَلُ مِن عِبَادَةُ الثَّقَلَينِ .

من كنتُ مولاهُ فهذا علىٌّ مولاهُ اللهم وال من والاه وعادِ من عاداهُ وانصر من نصرهُ واخذل من خذلهُ .

নূরুল ইসলাম একাডেমী ও মাজমা-এ-যাখায়েরে-এ-ইসলামী কর্তৃক যে সমস্ত পুস্তক প্রকাশ করেছে:

১. বিলায়েত বনাম ইমামত, লেখক: গবেষক মুহম্মদ নূরুল ইসলাম ইবনে মুহম্মদ নজিরোল ইসলাম খান (রহ)

২. চৌদ্দ মাসুম (আলাইহিমুসসালাম)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী (হযরত রসূল (স.) হতে হযরত মাহদী (আ.) পর্যন্ত, ১৪ টি পুস্তিকা)

৩. নবি-গৃহে আক্রমণ

৪. সফলতার একটিই পথ

৫. দোওয়া-এ-তাওয়াসসুল (সাথে উচ্চারণ ও অনুবাদ)

৬. পবিত্র রজব মাস মহান আল্লাহর মাস

৭. পবিত্র শাবান মাসের দোয়ার অনুষ্ঠান

৮. শিয়াদের প্রতি অশোভন অভিযোগ

৯. পবিত্র রমজান মাসের ফজিলত ও আমল

১০. পবিত্র শাবান মাসের ফজিলত ও আমল

NOORUL ISLAM ACADEMY
Noor-Academy.com

www.ismajma.com